তীব্র শৈত্যপ্রবাহে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয়

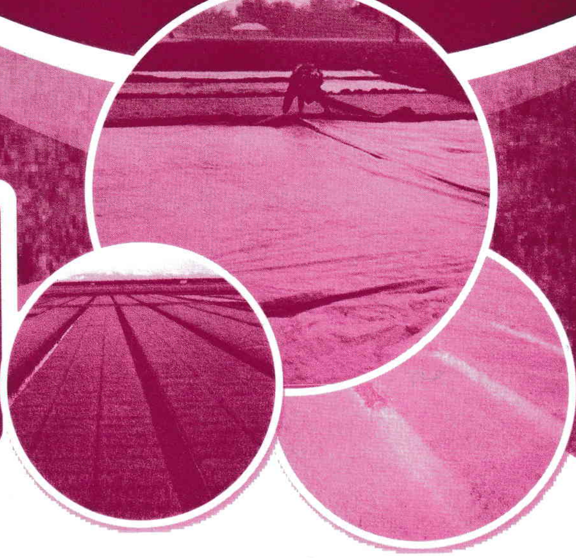

তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে বোরো ধানের চারা হলুদাভ হয়ে ক্রমশ: মারা যায়। এছাড়াও শীতের প্রকোপে চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগের জন্য মারা যেতে পারে। শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলে কৃষক ভাইদের বীজতলা রক্ষায় বাড়তি কিছু যত্ন নেয়া জরুরী।

করণীয়

- ☑ শৈত্যপ্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে।
- ☑ বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করা ভালো।
- ☑ বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে।
- ☑ প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- ☑ চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার অ্যাজোক্সিস্টবিন বা পাইরাকোস্টবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।
- ☑ বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ☑ ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০ গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ☑ রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপণ করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে এবং ফলন বেশি হয়।
- ☑ চারা রোপণকালে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপণ করতে হবে।
- ☑ রোপণের পর শৈত্যপ্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে।
- ☑ শীতের তীব্রতা ও চারার বয়স বিবেচনায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করলে সুস্থ ও রোগমুক্ত চারা উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।
তাছাড়া কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করুন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সদর, ময়মনসিংহ

মুদ্রণ সংখ্যা # ৩০০০ কপি